পরিবেশ অধ্যয়নের পরিসর ও গুরুত্ব

(স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্টাডি মেটেরিয়াল— পরিবেশবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তুত)

---

১. ভূমিকা

মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মানুষের প্রতিটি কার্যকলাপ—খাদ্য উৎপাদন, শিল্পায়ন, নগরায়ণ, পরিবহন—সবকিছুই পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে। এই পারস্পরিক সম্পর্ককে বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার বিষয়ই হলো **পরিবেশ অধ্যয়ন (Environmental Studies)**।

পরিবেশ অধ্যয়ন কেবল একটি বিষয় নয়, বরং এটি একটি **বহুবিধ ও প্রয়োগমূলক শাস্ত্র**, যার লক্ষ্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

---

২. পরিবেশ অধ্যয়নের ধারণা

পরিবেশ অধ্যয়ন বলতে বোঝায়—

- জীবজগৎ (উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ)
- অজীব উপাদান (মাটি, জল, বায়ু, জলবায়ু)
- এবং মানুষের সামাজিক–অর্থনৈতিক কার্যকলাপ

এই সবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন।

---

৩. পরিবেশ অধ্যয়নের পরিসর (Scope of Environmental Studies)

পরিবেশ অধ্যয়নের পরিসর অত্যন্ত বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক। প্রধান প্রধান দিকগুলি নিচে আলোচনা করা হলো—

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ অধ্যয়ন

- বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল, স্থলমণ্ডল ও জীবমণ্ডল
- ইকোসিস্টেমের গঠন ও কার্যাবলি
- শক্তির প্রবাহ ও পুষ্টি চক্র

(খ) প্রাকৃতিক সম্পদ ও তাদের ব্যবস্থাপনা

- নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদ
- বন, জল, ভূমি ও শক্তিসম্পদ
- সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

(গ) জীববৈচিত্র্য ও সংরক্ষণ

- জীববৈচিত্র্যের স্তর (জিনগত, প্রজাতিগত, ইকোসিস্টেম)
- জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব
- সংরক্ষণ কৌশল (In-situ ও Ex-situ)

(ঘ) পরিবেশ দূষণ ও নিয়ন্ত্রণ

- বায়ু, জল, মাটি ও শব্দ দূষণ

- দূষণের কারণ ও প্রভাব
- দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি ও আইন

(ঙ) মানব জনসংখ্যা ও পরিবেশ

- জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পদের উপর চাপ
- নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাব
- জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সম্পর্ক

(চ) পরিবেশনীতি ও আইন

- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ নীতি
- পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনের ভূমিকা

(ছ) টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ শিক্ষা

- Sustainable Development-এর ধারণা
- পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতা
- পরিবেশবান্ধব জীবনধারা (Mission LiFE)

---

৪. পরিবেশ অধ্যয়নের গুরুত্ব (Importance of Environmental Studies)

(ক) পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি

পরিবেশ অধ্যয়ন মানুষের মধ্যে—

- প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববোধ
- পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব
  সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলে।

(খ) প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ

এই বিষয়টি মানুষকে শেখায়—

- সম্পদের সীমাবদ্ধতা
- অযথা ব্যবহার ও অপচয়ের ক্ষতিকর দিক

(গ) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা

পরিবেশ অধ্যয়ন—

- দূষণের কারণ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে
- প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উপায় নির্দেশ করে

(ঘ) মানবস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা

পরিষ্কার জল, বিশুদ্ধ বায়ু ও দূষণমুক্ত পরিবেশ—

- সুস্থ জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য
- পরিবেশ অধ্যয়ন স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে সহায়ক

(ঙ) টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

পরিবেশ অধ্যয়নের মাধ্যমে—

- বর্তমান উন্নয়নের সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ রক্ষা
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের ভারসাম্য স্থাপন সম্ভব হয়।

(চ) পরিবেশগত সংকট মোকাবিলা

বর্তমান সময়ে—

- জলবায়ু পরিবর্তন

- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ

এই সংকট মোকাবিলায় পরিবেশ অধ্যয়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

৫. শিক্ষার্থী ও সমাজের জন্য গুরুত্ব

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে **বৈজ্ঞানিক মনোভাব** গড়ে তোলে
- দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে
- সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিতে সহায়ক মানবসম্পদ তৈরি করে

---

৬. উপসংহার

পরিবেশ অধ্যয়নের পরিসর ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে এটি কেবল একটি একাডেমিক বিষয় নয়, বরং **মানবসভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য জ্ঞানক্ষেত্র**। পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতন ও শিক্ষিত নাগরিক গড়ে তুলতে পরিবেশ অধ্যয়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

✍ পরীক্ষামুখী সহায়তা

- পরিবেশ অধ্যয়নের পরিসর আলোচনা করো
- পরিবেশ অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো
- "পরিবেশ অধ্যয়ন একটি বহুবিধ শাস্ত্র"—বিশ্লেষণ করো